ভিক্ষু সংঘের নয়া কমিটি

নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি : পুনর্গঠিত হল উত্তরবঙ্গ ভিক্ষু সংঘের কমিটি। মঙ্গলবার ডুয়ার্সের বৌদ্ধ মৈত্রী বিহারে একটি সভায় ন'জনের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এতে উত্তরবঙ্গের থেরোবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ১৪টি মন্দিরের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাঁদের সহকারীরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী তিন বছরের জন্য গঠিত নয়া কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন জ্ঞানোত্তর মহাথের। কার্যনির্বাহী সভাপতি ও সহ সভাপতি হয়েছেন ডঃ অরুণজ্যোতি মহাথের ও আনন্দ মহাথের। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন বিজ্ঞানন্দ মহাথের ও ফরা বুদ্ধশ্রীকে। সহ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন সদ্ধর্মশ্রী ভিক্ষু ও মেত্তানন্দ ভিক্ষু। এদিনের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, উত্তরবঙ্গ ভিক্ষু সংঘের পক্ষ থেকে নব মাল বৌদ্ধ সংঘাশ্রমে প্রজ্ঞারত্ন মহাস্থবিরকে নয়া ভিক্ষু হিসেবে পাঠানো হবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নয়া কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ফরা বুদ্ধশ্রী বলেন, 'যাবতীয় মতানৈক্য ও বিভেদ ভুলে বৌদ্ধ ধর্মীয় সমাজ-সংস্কৃতির প্রসার ও সংরক্ষণের পাশাপাশি জাতির উন্নয়নে আমরা একজোট হয়ে কাজ করব বলে এদিনের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুদ্ধর বিনয় নীতির প্রতিপালন ও শান্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়াকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।'

রক্তদান শিবির

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জানুয়ারি : বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে হরিশ্চন্দ্রপুরে পালিত হল রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এই শিবিরে এলাকার ৬০ জন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন বিডিও পার্থ দাস, পঞ্চায়েত আধিকারিক দেবমাল্য দাস প্রমুখ। বিডিও পার্থ দাস জানান, জেলাজুড়ে রক্ত সংকট কাটাতে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ এবং ২ ব্লকের বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন বিডিও অনির্বাণ বসু, প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দিন আহমেদ, জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ মর্জিনা খাতুন, রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান প্রমুখ।

সিলিন্ডারে আগুন

কালচিনি, ১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানের ৮ নম্বর এলাকার এক বাসিন্দার রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে হঠাৎ করে আগুন লেগে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় বাড়ির মালিক সঞ্জীব লামার মুখ ও হাতের কিছুটা অংশ ঝলসে যায়। তাঁকে বাগানের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে হাসিমারা দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভায়। বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাড়ির রান্নাঘরে রাখা সিলিন্ডারে আগুন লেগে যাওয়ায় সঞ্জীববাবু প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। দ্রুত তিনি ঘরের বাইরে সিলিন্ডারটি বের করে দিলে অল্পের জন্য বাড়ির সদস্যরা বড় অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পান। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে দমকলবাহিনী জানিয়েছে। বাসিন্দাদের ধারণা, নতুন সিলিন্ডারে পাইপ ঠিকমতো না লাগানোয় আগুন লেগে থাকতে পারে।

জন্মদিন পালন

পলাশবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির যুবতী জয়া পাল এবার তাঁর ২৬তম জন্মদিন অন্যভাবে পালন করলেন। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান না করে এদিন তিনি পলাশবাড়ির একটি বেসরকারি স্কুলের বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের উপহারসামগ্রী দেন। দিনের অনেকটা সময় ওই পড়ুয়াদের সঙ্গে কাটান। পরে পড়ুয়াদের মাংস-ভাত খাওয়ান। মেনুতে ছিল মাছ, ডাল, দই, মিষ্টি ইত্যাদি। এভাবে জন্মদিন পালনের জন্য জয়া পালকে ওই স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি তাপস বর্মন সাধুবাদ জানিয়েছেন।

নতুন বছরে স্কুল পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম দেওয়া শুরু

নাগরাকাটা, ১২ জানুয়ারি : নতুন শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম দেওয়ার কাজ শুরু করার জন্য স্কুলগুলিকে নির্দেশ দিল সমগ্র শিক্ষা অভিযান। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলির কাছে ইউনিফর্ম বাবদ তহবিল পাঠানো শুরু হয়েছে বা পৌঁছে গিয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মিড-ডে মিলের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা যাতে দু'সেট করে ইউনিফর্ম পেয়ে যায় তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এবার জলপাইগুড়িতে নিম্নমানের কাপড় দিয়ে তৈরি ইউনিফর্ম দেওয়ার অভিযোগ আটকাতে আগেভাগেই পদক্ষেপ করেছে জেলা প্রশাসন। এজন্য বিডিওদের শীর্ষে রেখে একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। পুরসভা এলাকাতেও একই ধরনের কমিটি তৈরি করা হয়েছে। জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু বলেন, 'ওই কমিটি ইউনিফর্মের মান যাচাই করে দেখবে।'

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, অন্য বছরে প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম দেওয়া হলেও এবার নবম শ্রেণির পড়ুয়াদেরও ইউনিফর্ম দেওয়া হবে। আগের মতোই এবারও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ইউনিফর্ম তৈরির দায়িত্বে থাকবে। মিড-ডে মিলের সঙ্গে কোনও কারণে ইউনিফর্ম দেওয়া সম্ভব না হলে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইউনিফর্ম বিলির কাজ শেষ করার জন্য স্কুলগুলির কাছে নির্দেশ এসেছে। পড়ুয়াপিছু দু'সেট ইউনিফর্মের জন্য ৬০০ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি ব্লকভিত্তিক সার্কেল লেভেল রিসোর্স সেন্টার (সিএলআরসি)-গুলির সার্কেল প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর (সিপিসি)-দের স্কুলের ইউনিফর্ম বিতরণের বিবরণ সপ্তাহান্তে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের জেলা সদর কার্যালয়ে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা অভিযানের জলপাইগুড়ির জেলা শিক্ষা আধিকারিক মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, 'কোভিড প্রোটোকল মেনে ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্মের মাপ নেওয়া ও বিতরণ করতে হবে। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক অমর বিশ্বাস বলেন, 'ঠিক সময়ে যাতে ইউনিফর্ম দেওয়া হয়, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।' সমগ্র শিক্ষা অভিযানের কোচবিহারের জেলা শিক্ষা আধিকারিক মহাদেব শৈব বলেন, 'স্কুলগুলিকে বরাদ্দ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির জেরে গত বছর অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা ইউনিফর্ম না পাওয়ায় এবার নবম শ্রেণিতেও পোশাক দেওয়া হবে।' আলিপুরদুয়ারেও ইউনিফর্ম দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, এবিপিটিএ'র জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, 'আগের মতো ব্লক বা গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে টেন্ডার ডেকে ইউনিফর্ম দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ফলে গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। করোনার সময়ে পড়ুয়াদের মাপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি পড়ুয়া রয়েছে, এমন স্কুলগুলির সমস্যা তৈরি হতে পারে।' বিপ্লববাবু আরও বলেন, 'জানুয়ারিতে সদ্য ভর্তি হওয়া সব পড়ুয়া ইউনিফর্ম পাবে কি না সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। শিক্ষকরা যাতে কোনও সমস্যার মধ্যে না পড়েন তা প্রশাসনকে দেখতে হবে।' পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি অরূপ দে বলেন, 'কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমরা দ্রুত সমগ্র শিক্ষা অভিযানের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব। ছাত্রছাত্রীরা যাতে ইউনিফর্ম সময়মতো পায় তা শিক্ষকরা নিশ্চিত করবেন।' ওই সংগঠনেরই দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি বিভাস চক্রবর্তী বলেন, 'জেলার কিছু স্কুলে ছাত্রসংখ্যার তুলনায় টাকা কম দেওয়া হয়েছে। তহবিলের এই সমস্যা দূর করতে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্কুলড্রেস বিলি

- এই বছর প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ইউনিফর্ম দেওয়া হবে
- এর জন্য প্রয়োজনীয় টাকা স্কুলগুলিকে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে
- ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইউনিফর্ম বিলির কাজ শেষ করার জন্য স্কুলগুলিকে বলা হয়েছে
- জলপাইগুড়িতে ইউনিফর্ম বিলির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে
- সপ্তাহান্তে ইউনিফর্ম বিলির তথ্য সমগ্র শিক্ষা অভিযানের জেলা সদর কার্যালয়ে পাঠাতে হবে

রেঞ্জ অফিসের তালা খুলল, নয় দিনের মাথায় ফের সাফারি

সোনাপুর, ১২ জানুয়ারি : বন সহায়ক নিয়োগ নিয়ে আলোচনার আশ্বাস পেয়ে নয় দিনের মাথায় মঙ্গলবার সকালে চিলাপাতা রেঞ্জ অফিস থেকে তালা খুলে নিলেন গ্রামসভার সদস্যরা। বন দপ্তর এদিন থেকেই জঙ্গল সাফারি চালু করে দেয়। সাফারি চালু হওয়ায় খুশির হাওয়া পর্যটক এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এদিন টিকিট কাউন্টার থেকে অফলাইন টিকিট দেওয়ার মাধ্যমে সাফারি শুরু করা হয়। তবে গ্রামসভার সদস্যদের বক্তব্য, ১৫ জানুয়ারি বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনার পর যদি এ বিষয়ে কোনও সুরাহা না হয়, তবে ফের আন্দোলনের পথে হাটবেন তাঁরা।

বন সহায়ক পদে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হয়। চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসেও এর আঁচ এসে পড়ে। ৪ ডিসেম্বর মৌখিকভাবে এবং ১২ ডিসেম্বর লিখিতভাবে বনসভার সদস্যরা এ বিষয়ে তাঁদের অভিযোগ বন দপ্তরের আধিকারিকদের জানান। তবে কোনও সদুত্তর না পেয়ে ৪ জানুয়ারি বন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসের মূল গেট সহ দপ্তরের অন্য ঘরেও তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় সভার সদস্যরা।

৮ জানুয়ারি জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে বনসভার সদস্যরা অভিযোগ জানান, এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বন অধিকার আইন ২০০৬-কে মানা হয়নি। বহিরাগতরা জঙ্গল তৈরি, সংরক্ষণ এবং পরিচালনার বিষয়ে কোনওভাবেই অবগত নন। গ্রামসভার প্রশ্ন, ওঁরা কীভাবে বনের রক্ষা করবেন। জঙ্গল সাফারি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পর্যটন ব্যবসায় বিশাল ক্ষতি হওয়া শুরু হয়। চিলাপাতায় পর্যটকের সংখ্যা কমতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে ১০ জানুয়ারি জঙ্গল সাফারি খোলার দাবিতে সোনাপুর-জয়গাঁ রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন চিলাপাতার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তোলেন তাঁরা। ১১ জানুয়ারি সোনাপুর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি তাপস হোড়ের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদল ডিএফও'র সঙ্গে আলোচনা করে। তারপর থেকেই এই জট কাটার ইঙ্গিত মেলে।

এদিন, সকালে বনসভার সদস্যরা এসে চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসের মূল গেট সহ সমস্ত ঘরের তালা খুলে দিয়ে আন্দোলন আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে বলে জানান। এ বিষয়ে গ্রামসভার সদস্য রবি রাভা বলেন, 'বন দপ্তরের আলোচনার আশ্বাসে আমরা আন্দোলন বন্ধ রাখছি। রেঞ্জ অফিসের তালা খুলে দিয়েছি। আগামী ১৫ জানুয়ারি বন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বন-গ্রামসভার আলোচনা হবে। ওই আলোচনার ওপরই আগামী কর্মসূচি নির্ভর করছে।'

এ বিষয়ে জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশনের ডিএফও কুমার বিমল বলেন, 'রেঞ্জ অফিস খোলায় এদিন থেকে অফলাইন বুকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে কাউন্টার থেকে টিকিট দিয়ে জঙ্গল সাফারি শুরু করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই আবার অনলাইন বুকিংও শুরু হয়ে যাবে।'

জঙ্গল সাফারি ফের চালু হওয়ায় খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা। চিলাপাতা জিপসি অ্যান্ড গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমল রাভা বলেন, 'আমরা ভীষণ খুশি। এই সমস্যার জন্য সবাই অসুবিধায় ছিলেন। আমরা পর্যটকদের চিলাপাতায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।'

TOURIST RECEPTION CENTRE
CHILAPATA RANGE
JALDAPARA WILDLIFE DIVISION
COOCHBEHAR
CHILAPATA JUNGLE SAFARI
TICKET COUNTER

ফের খুলেছে জঙ্গল সাফারি টিকিট কাউন্টার। ছবি : অভিজিৎ ঘোষ

ঘটনাক্রম

- বন সহায়ক পদে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল
- ৪ জানুয়ারি চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসে তালা ঝোলানো হয়
- টানা ৮ দিন বন্ধ থাকায় প্রভাব পড়ে পর্যটনে
- মঙ্গলবার সকালে আলোচনার আশ্বাসে তালা খুলে নেওয়া হয়
- সাফারি চালু হওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা
- ১৫ জানুয়ারি বন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা
- সমস্যা না মিটলে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

বিজেপির পথ অবরোধ

তুফানগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের মদতে অবৈধভাবে দুই ও তিন ফসলি জমির মাটি কাটা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। মঙ্গলবার চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওচড়াই মোড় সংলগ্ন এলাকায় অবরোধ করা হয়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই, চিলাখানা-১ এবং চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ইটভাটায় ইট তৈরি করতে মাটি কাটা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে ডাম্পার লাগিয়ে অবৈধভাবে এই মাটি কাটা হচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির। মাটি কাটা বন্ধের দাবিতে প্রথমে ডাম্পার আটকে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এরপর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে গেরুয়া বাহিনী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন বিজেপি কর্মীরা। এ বিষয়ে নাটাবাড়ি বিধানসভার বিজেপির কোকনভেনার চিরঞ্জিত দাস বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের মদতে এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কাটা হচ্ছে। ভিনরাজ্য থেকে ডাম্পার এনে অবৈধভাবে মাটি কাটছেন মাটি মাফিয়ারা।'

অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র শিবপদ পাল বলেন, 'এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও যোগ নেই। এলাকার কিছু যুবক মাটির ব্যবসা করছেন। বিজেপি প্রচার পেতে এই অভিযোগ করছে।'

লোকসংস্কৃতি গবেষক সুনীল পাল প্রয়াত

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ভোরে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি গবেষণার পুরোধা সুনীল পাল প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬। ডুয়ার্সের কামাখ্যাগুড়িবাসী এই বিশিষ্ট সংস্কৃতিবান মানুষটি রাভা, মেচ (বোড়ো) ও রাজবংশী সংস্কৃতির বহু বৈশিষ্ট্যের কথা প্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। ডুয়ার্সের রাভা, মেচ (বোড়ো) লোকনৃত্যের দলগঠন থেকে শুরু করে তার প্রচার ও প্রসারে সুনীলবাবুর অবদান স্মরণীয়। স্ত্রীর অকালপ্রয়াণের পর তিনি গুয়াহাটিতে বড় মেয়ের কাছে থাকতেন। মেয়ের বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনগোষ্ঠী ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্তরা গভীর শোকজ্ঞাপন করেন।

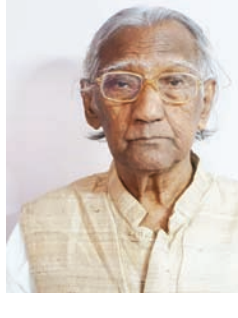

একসময় শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুনীলবাবু। পরবর্তীতে তিনি কুমারগ্রাম ব্লকের একজন গ্রামসেবক হিসেবে কাজ করেছেন। সরকারি চাকরির পাশাপাশি তিনি ডুয়ার্সের লোকজীবন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা নিয়ে গবেষণার কাজ করতেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লোকচর্যা নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা ও লোকায়ত ছড়া নামে একটি বইয়ের সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন। ওই বইয়ে ডুয়ার্সের রাজবংশী, মেচ ও রাভা জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে। লোকসংস্কৃতির গবেষক হিসাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে সম্মানিত করে। উত্তরবাংলার লোকসংস্কৃতির গবেষক সুশীল রাভা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকজ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'সুনীলবাবুর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। ছয়ের দশক থেকে রাভা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ও আমার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাভা সংস্কৃতি ও মেচ সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন তিনি। অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ ছিলেন। ওঁর মৃত্যুতে উত্তরবাংলার লোকসংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি হল। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।' উত্তরবাংলার লোকগবেষক ও কবি কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'উত্তরবঙ্গে এই সময়ে বহু মানুষ লোকসংস্কৃতির চর্চা করেন। তাঁদের কাছে সুনীলবাবু পথপ্রদর্শক।' সুনীলবাবু আজীবন ভারতের গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সংগঠনের কুমারগ্রাম শাখায় স্মরণসভা হয়। লেখক শিল্পী সংঘের সদস্যরা কামাখ্যাগুড়ির শান্তিনগর থেকে চৌপথি স্টেশন পর্যন্ত শোকমিছিল করেন। সংগঠনের সম্পাদক বিষ্ণু চক্রবর্তী জানান, উত্তরবাংলার লোকসংস্কৃতির গবেষক সুনীল পালের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত সংগঠনের পত্রপত্রিকায়।

সব ব্লক অফিসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : জেলায় সমস্ত ব্লক অফিসেই স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সামগ্রীর স্টল করা হবে। যাতে ব্লক অফিসে কাজে আসা মানুষজন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সামগ্রী কেনার সুযোগ পান। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্রের অফিসের সামনে আনন্দধারা প্রকল্পের অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টলের উদ্বোধন করতে এসে একথা বলেন জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু। জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি বাঁশ-বেত, কাপড়, দিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী, মধু, তাজা শাকসবজির স্টলের উদ্বোধন করেন জেলা শাসক। তিনি বলেন, 'আমরা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সামগ্রী বিক্রি করতে ব্লক অফিসগুলিতে স্টল খুলব। যেখানে স্থায়ী স্টল গড়া সম্ভব হবে না সেখানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে বিক্রির ব্যবস্থা থাকবে।' এদিন তিনটি গোষ্ঠীর হাতে মৌমিতা গোদারা বসু গাড়ির চাবি তুলে দেন। এই গাড়িগুলি যেমন ভাড়া খেটে কিছু আয় করতে পারবে, তেমনি নিজেদের পণ্য পরিবহণেও ব্যবহার করতে পারবে। এই স্টল থেকে তাজা মাছ বিক্রি শুরু হবে। শুরু হবে হোম ডেলিভারি পরিষেবাও। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রকল্প অধিকর্তা তথা সদর মহকুমা শাসক সুদীপ পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ডিআরডিসি অফিসের সামনে স্টল উদ্বোধন করছেন জেলাশাসক। ছবি : সমীর

সন্তানদলের কর্মীসভা

হেলাপাকড়ি, ১২ জানুয়ারি : মঙ্গলবার সন্তানদলের উত্তরবঙ্গ কমিটির তরফে ভোটপট্টির বালাসনে একটি বিশেষ কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। সন্তানদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শংকর সরকার, সহ সভাপতি সঞ্জিত দাস, উত্তরবঙ্গ কমিটির সভাপতি সুশীল সেন, সম্পাদক অজিত বর্মন, মৃত্যুঞ্জয় সরকার প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শংকরবাবু বলেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের সরকারকে বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার পারস্পরিক লড়াইয়ে ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে দেশে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছে। দেশের এই দুর্দিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো একজন উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন।'

২৩ জানুয়ারি নেতাজির ১২৫তম জন্মদিবসে সন্তানদলের তরফে মহামিছিল ও সমাবেশে করা হবে। ওই কর্মসূচিকে সফল করতেই মঙ্গলবার এই কর্মীসভার আয়োজন করা হয় বলে শংকরবাবু জানান।

কুমলাইয়ে বুথ সম্মেলন

মালবাজার, ১২ জানুয়ারি : মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০/১৬০ নম্বর বুথে বিজেপির বুথ সম্মেলন হল। মঙ্গলবার নেওড়া দেবেবাজার এলাকায় ওই সম্মেলন হয়েছে।

সম্মেলনে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি কমলেন্দু দেবশর্মা, জেলা কমিটির সদস্য তথা মাল শহর এবং উত্তর মণ্ডলের পর্যবেক্ষক মঙ্গল ওরাওঁ, পূর্ব মণ্ডল কমিটি সভাপতি রণজিৎ রায় উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গল ওরাওঁ বলেন, 'আমরা এদিন কম্বল বিতরণও করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।'

সহকর্মীকে চার্জশিট, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বিন্নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : দুই সহকর্মীকে চার্জশিট দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার প্রতিবাদে বিন্নাগুড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন প্রায় ৩০০ শ্রমিক। মঙ্গলবার টানা তিন ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভের খবর পেয়ে অপরাধ দমন শাখার ডিএসপি বিক্রমজিৎ লামা, বানারহাট থানার আইসি সমীর দেওসা সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। এরপর বানারহাট থানার পুলিশের মধ্যস্থতায় চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস পেয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ তুলে নেন। শ্রমিকদের ধর্না, আন্দোলন চলার পর বিন্নাগুড়ি বাগান কর্তৃপক্ষ কালীপুজোর দিন বাগান বন্ধ করে চলে যায়। পাঁচ দিন পর ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর বাগান খুলে গেলেও দুই শ্রমিক নেতাকে প্রথমে শোকজ, তারপর চার্জশিট ও তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি বসালে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। বিন্নাগুড়ি চা বাগানের কংগ্রেস সমর্থিত এনইপিডব্লিউ'র নেতা হজরত আনসারি বলেন, 'মিথ্যা অভিযোগে আমাকে ও অন্য একজন শ্রমিককে চার্জশিট দেওয়া হয়। তদন্ত কমিটি গড়া হয়। আজ তার তদন্ত হওয়ার কথা ছিল। সেই কথা জানতে পেরে বাগানের শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান।' বাগান শ্রমিক শালিমা বিবি বলেন, 'বিনা কারণে দুজনকে চার্জশিট দেওয়া ও তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি বসালে আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করি।' অন্য বাগানের শ্রমিক মিলনি খাড়িয়া বলেন, 'বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানের শ্রমিকদের সমস্যাগুলি না বুঝেই বিভিন্ন অজুহাতে কাজ বন্ধ করে দেয়। তা আমরা মানব না।' বিন্নাগুড়ি চা বাগানের ম্যানেজার নীরেন মিত্র বলেন, 'গত ১০ ও ১১ নভেম্বরে গেট মিটিং ও কাজ বন্ধ করা শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে বাগান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ যাঁদের চার্জশিট দেয় তাঁদের আজ তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাগান শ্রমিকরা আজ বিক্ষোভ দেখিয়ে সেই কাজে বাধা দেন। যা সম্পূর্ণ বেআইনি।'

ক্রয়কেন্দ্রে ভিনরাজ্যের ফসল বিক্রি দালালদের

ফাঁসিদেওয়া, ১২ জানুয়ারি : সরকারি সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে গিয়ে হয়রান হচ্ছেন কৃষকরা। তাঁদের থেকে ধান কিনতে টালবাহানা করা হচ্ছে, এমনটাই জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি বাইরের দালালদের থেকে ভিনজেলার ধান কেনার অভিযোগ উঠছে ফাঁসিদেওয়া কিষান মান্ডির সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। স্থানীয় কৃষকদের থেকে কম পরিমাণে ধান নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ। নাম নথিভুক্ত করতে গেলে ৬ মাস পর কৃষকদের থেকে ধান কেনার তারিখ দেওয়া হচ্ছে। ফলে সময়মতো ফসল বিক্রি করতে না পেরে ফড়েদের কাছে কম দামেই ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। অথচ দালালদের থেকে রোজ প্রচুর পরিমাণে ধান নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ধান বিক্রি করতে গেলেও একসঙ্গে ২৫ কুইন্টালের বেশি ধান নেওয়া হচ্ছে না। ফলে কুইন্টাল প্রতি ১,৮৬৮ টাকা দরে সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্র বিক্রি না করে, প্রায় ১,৪০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দরে ফড়েদের কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। কৃষকদের অভিযোগকে সমর্থন করেছেন বিধায়ক সুনীল তিরকিও।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, একজন কৃষক সারাবছরে ৯০ কুইন্টাল ধান সহায়কমূল্যে বিক্রি করতে পারেন। ধান ক্রয়কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করার পর ফসল কেনা হয়। শিলিগুড়ি মহকুমার এই এলাকায় বছরে দুইবার ধান কেনা হয়। এখন আমন ধান বিক্রি করার সময়। এরপর বোরো ধান বিক্রি করবেন কৃষকরা। এদিকে, সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্রে গেলে কৃষকদের থেকে জুন, জুলাই বা অগাস্ট মাসে ধান কেনার তারিখ দেওয়া হচ্ছে। সেই সময় কৃষকরা বোরো ধান ঘরে তুলবেন। ফলে তখন তাঁরা আমন ধান বিক্রি করবেন, নাকি বোরো, তা নিয়েই ধন্দ দেখা দিয়েছে। ততদিন এত ধান কোথায় মজুত করে রাখবেন, তাও বুঝতে পারছেন না। ফলে অনেক ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মহম্মদ আলাবুদ্দিন নামে এক কৃষক জানিয়েছেন, ধান বিক্রি জন্য এসে এক মাস ধরে ঘুরছেন। ছয় মাস পর ধান কেনার তারিখ দেওয়া হয়েছে। এতদিন ধান কোথায় মজুত করবেন, তা নিয়ে তিনি চিন্তিত। তাঁর অভিযোগ, দালালদের থেকে দৈনিক ধান কেনা হচ্ছে। অথচ কৃষকের থেকে ধান না কিনে সরকারি আধিকারিকরা ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এই সুযোগ কাজে লাগিয়েই দালালদের দাপট বাড়ছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, দালালরা উত্তর দিনাজপুর, বিহারের ধান এনে এই ধান ক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ। শ্যামল মণ্ডল নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'দালালরা কৃষকদের বই দিয়ে ধান বিক্রি করছে। সেই বই দিয়ে সোনাপুর, চোপড়া, বিহারের ধান লরিভর্তি করে এনে দালালরা এখানে বিক্রি করছে। পরে যাঁর নামে বই রয়েছে, তাঁকে দিয়ে ধানের টাকা তুলিয়ে নেওয়া হচ্ছে।'

সোমবার ফাঁসিদেওয়া-খড়িবাড়ির বিধায়ক সুনীল তিরকি ধান ক্রয়কেন্দ্রে এসে আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি কৃষকদের ধান ১৫ দিনের মধ্যে ক্রয়ের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে বিধায়ক দালালচক্রের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'সরকারি আধিকারিকদের মদতে দালালচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। স্থানীয় কৃষকদের ধান ক্রয় না করে, বাইরের লোকের থেকে ধান কেনা হচ্ছে। স্থানীয় কৃষকদের ধান মজুত করার সুবিধা না থাকায় তাঁরা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।' ফাঁসিদেওয়া কিষান মান্ডির ধান পার্চেস অফিসার রাসেল সরকার বলেন, 'প্রকৃত কৃষকদের ধান নিয়ম করে ক্রয় করা হচ্ছে। সমস্ত কিছু সুষ্ঠুভাবেই হচ্ছে। দালালের বিষয়টি একেবারেই ভিত্তিহীন। কিছু মানুষ বাইরে থেকে এসে সমস্যার সৃষ্টি করছে।'

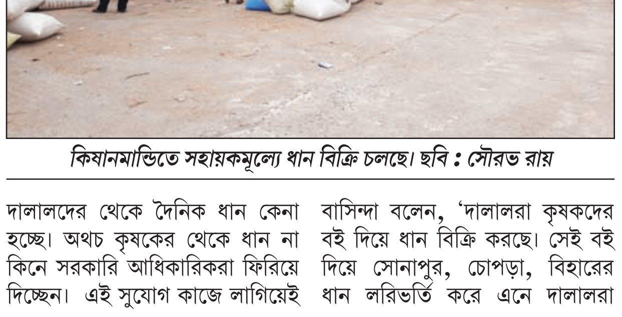

কিষানমান্ডিতে সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি চলছে। ছবি : সৌরভ রায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION
(A Statutory Corporation under the Government of West Bengal)
"AMBER", DD-27 E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-64

The last date for submission of application for Scholarship under "Aikyashree" and other schemes are revised and extended as follows

Sl. No.	Name of the Scholarship Scheme	Date extended up to	
		Fresh	Renewal
1	Post - Matric	15. 02.2021	15. 02.2021
2	Merit-cum-Means		
3	Post Matric Talent Support Programme (TSP)		
4	SVMCM		

Sd/- Managing Director

Toll Free Number: 18001202130
Contact Number : 033 - 4004 -7468/033- 4004-7469
WhatsApp Number - 8017071714
..ICA-47(8)/2021..